প্রথম আলো

তারিখ 23 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ

এ ধরনের উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হোক

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত এবারের ৪৯তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে (আইএমও) অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ দল এ বছর সাফল্য দেখিয়েছে। গত বছর অংশগ্রহণকারী পাঁচ সদস্য মিলে যেখানে দলগতভাবে ৩১ নম্বর পেয়েছিল, সেখানে এবার অংশগ্রহণকারী চার সদস্য মিলে পেয়েছে ৩৩ নম্বর। একে সাফল্যের ধারাবাহিকতা হিসেবেই বিবেচনা করতে চাই। শ্রীলঙ্কার চেয়ে এবার এগিয়ে ছিল বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা—শ্রীলঙ্কার প্রাপ্ত মোট নম্বর ছিল মাত্র ২৯। বাংলাদেশের একজন সদস্য সম্মানসূচক স্বীকৃতিও পেয়েছে।

দেশে যেখানে ক্রমেই বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আবার সেই বিজ্ঞান-শিক্ষায়ও গণিত ক্রমেই অধরা হয়ে পড়ছে, সেখানে গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারীদের এই সাফল্য আয়োজকদের মতো আমাদেরও উৎসাহিত করছে। আমরা আশা করছি, এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে গণিতচর্চা ও বিজ্ঞানচর্চা অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তাই মাদ্রিদে সাফল্য অর্জনকারী বাংলাদেশের এই প্রতিযোগীদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করছি, আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশের খুদে গণিতবিদেরা পদক জিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মুখ আরও আলোকিত করবে। আর এই লক্ষ্যে সারা বছর বাংলাদেশে যাঁরা নিরলস কাজ করে চলেছেন, সেই বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি এবং এ আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারী ডাচ্-বাংলা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজনের বিশাল কর্মযজ্ঞে *প্রথম আলো* সক্রিয় ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই আজকের এই সাফল্যে আমরাও আনন্দিত ও গর্বিত।

আইএমওতে বাংলাদেশের অভিযাত্রা তুলনামূলকভাবে নতুন—এটি ছিল তাদের চতুর্থ অংশগ্রহণ। ১৫ জুলাই মাদ্রিদে সপ্তাহব্যাপী যে অলিম্পিয়াড শুরু হয়েছিল, তাতে ৯৭টি দেশের ৫৩৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ৭৫তম। বাংলাদেশের আয়োজকেরা আশাবাদী, ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। এই আশাবাদে আমরাও তাদের পাশে থাকতে চাই। একই সঙ্গে আমরা আশা করছি, ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে আরও নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হবে।